বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০১৪

Investing in Young People

তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৭ আষাঢ় ১৪২১
১১ জুলাই ২০১৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের ভূ-আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পদ ও জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Investing in Young People' তথা 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন' দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ প্রজন্ম। এদের শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও জীবনদক্ষতার ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ভবিষ্যতের কান্ডারি হিসেবে তাই এই তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ, সুশিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক। কিশোরকাল হচ্ছে জীবন গঠনের সঠিক ও উপযুক্ত সময়। কিশোর-কিশোরীরা যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে সে জন্য তাদের শৈশব থেকেই দেশপ্রেমের মহান শিক্ষাসহ সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। তাদের সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা নিশ্চিত করাও জরুরি বলে আমি মনে করি। ছেলে-মেয়ের মাঝে কোন বৈষম্য না করে সকল বিষয়ে সমান সুযোগ দিয়ে তাদেরকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে বাংলাদেশ অচিরেই সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

আমি 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Investing in Young People', যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন'। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কিশোর-কিশোরী ও যুবক শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, জীবন দক্ষতা সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাল্যবিবাহ বা অল্প বয়সে বিয়ে প্রতিরোধের জন্যও তরুণ জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সেবার আওতায় আনা জরুরি। একজন নারী অল্প বয়সে মা হলে তার মৃত্যুঝুঁকিসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তরুণ এই প্রজন্মের চাহিদা পূরণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সঠিক সময়ে বিয়ে, দেরীতে সন্তান গ্রহণ, ছোট পরিবার তথা পরিকল্পিত পরিবার গঠনে নানা ধরনের প্রচারণা ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। আমি এসকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

সারাদেশে আমাদের যে সেবা অবকাঠামো রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সঠিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে। নবদম্পতি, কম বয়সী, দরিদ্র-নিরক্ষর ও দুর্গম অঞ্চলের সক্ষম দম্পতিদের চিহ্নিত করে তাদের কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ দায়িত্ব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেবাপ্রদানকারীদের হলেও সমাজের জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আমি পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মীবাহিনীকে আরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং এ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

চেয়ারম্যান
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৭ আষাঢ় ১৪২১
১১ জুলাই ২০১৪

বাণী

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ পালিত হচ্ছে। দিবসটি পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশবাসীকে আরো সচেতন করা।

আমাদের দেশে সরকারিভাবে ষাটের দশকে প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি শুরু হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৫ সালে স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জনগণের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পূর্ণকালীন মাঠকর্মী নিয়োগসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Investing in Young People', বাংলায় যার ভাষান্তর করা হয়েছে 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ তরুণ-তরুণী। দেশের সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিশোর-কিশোরীরা যাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা পায় সে জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন তথা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণে সেগুলো সফল হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

২৭ আষাঢ় ১৪২১
১১ জুলাই ২০১৪

বাণী

বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনো প্রকট সমস্যা নয় বরং জনসংখ্যা উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং মানব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত করাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। একটি সমাজের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তরুণ সমাজ। মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ তরুণ সমাজ। এরা বাংলাদেশের আগামী দিনের সম্ভাবনাময় প্রজন্ম। এই উদীয়মান প্রজন্মকে বিবেচনা করেই বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪-এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন"।

দেশের তরুণরা একটি পরিবারে, একটি সমাজে বা দেশের মূল স্বপ্ন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে দিন বদলের সাহসী সন্তান; তাদের জন্য আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-চেতনার সরকার নানা ভাবে সহযোগিতা করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

পরিবার হল একটি রাষ্ট্রের প্রাথমিক মৌলিক উপাদান। রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির আদলেই একটি পরিবার পরিচালিত হয়। কাজেই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর একটি পরিবারের সুস্থ-সবল-সচ্ছল সুখী পরিবার বিনির্মাণে সকল প্রকার কল্যাণমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একটি পরিবারে একটি শিশুর জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত, একটি গর্ভবতী মায়ের নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের যে প্যারাডাইম সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, তার বহুমাত্রিক জনমিতিক সূচকের অগ্রগতি অর্জনের জন্য নিরলস কারিগর হল পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীবৃন্দ।

শুধু একটি সংখ্যা নয়, একটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে গুণগত সীমিত সন্তান সংখ্যা গড়তে প্রয়োজন নতুন শ্লোগান। এ নতুন পরিবর্তনের ভাব সম্পদে ইতোমধ্যেই পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে সে পথের আলো দেখিয়েছেন।

একটি পরিবার মানে শুধু সীমিত সন্তানের ঘর নয়। পরিবার হল শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানবিক মূল্যবোধে সুনাগরিক হয়ে ওঠার বাতিঘর। এই ঘর হয়ে উঠবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ আধুনিক ও নান্দনিক স্বপ্নময় বাংলাদেশের প্রতীক।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪-এর সফল উদ্‌যাপনের প্রতনু প্রত্যাশায় আন্তরিকভাবে -

মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

(পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আলোকে)

বিশেষ ক্রোড়পত্র

আজকের তারুণ্য ও ভবিষ্যত : বিশ্ব প্রেক্ষাপট

বিশ্বে ১৮০ কোটি মানুষ আছে যাদের বয়স ১০-২৪ বছরের মধ্যে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। এর মধ্যে কিশোর (১০-১৯ বছর) এবং তরুণ (১৫-২৪বছর)। ২০১০ সালে বিশ্বের ২৮ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ছিল ১০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের বেশিরভাগ স্থানে মোট জনসংখ্যার বিপরীতে তারুণ্যের এই আনুপাতিক হার কমবে। যদি এখন থেকেই তরুণদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, যদি তাদের সামনে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন অভ্যাসের একটি কাঠামো দাঁড় করানো যায় তবে তা হবে ভবিষ্যতের জন্য সেরা বিনিয়োগ। আগামী দুই দশক বিশ্বের সব উন্নয়ন চিন্তায় আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে কিশোর এবং তরুণরা। শুধুমাত্র সংখ্যায় বেশি বলেই যে তরুণরা আলোচনার কেন্দ্রে ব্যাপারটা তা নয়; এর পেছনে আরও কিছু কারণ রয়েছে :

১. সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের প্রজনন হার কমে যাওয়ায় যতই দিন যাবে মোট জনসংখ্যার বিপরীতে তরুণদের সংখ্যা ততই কমতে থাকবে। আর তাই তরুণ প্রজন্মকে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী হতে হবে।
২. একইসাথে তরুণ প্রজন্মকে ক্রমেই বেড়ে চলা বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করতে হবে।
৩. তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশেরই অবস্থান নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন উন্নত নয়, তেমনি উন্নত প্রজনন স্বাস্থ্যও নিশ্চিত নয়। উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ কম বলে উন্নত জীবনের সন্ধানে এ সকল তরুণকে পাড়ি জমাতে হয় অন্য দেশে।
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে আজকের তরুণরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি সচেতন। আর তাই আগের প্রজন্মের চেয়েও বড় তাদের স্বপ্ন।

কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম : তথ্য ও উপাত্ত

দারিদ্র্য :

বিশ্বজুড়ে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী কিশোর ও তরুণদের পেছনে দৈনিক দুই মার্কিন ডলারেরও কম ব্যয় হচ্ছে। তারপরও বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ আজও দারিদ্র্য বিমোচন নীতি তৈরিতে কিংবা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে না।

শিক্ষা :

বিশ্বজুড়ে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স হয়েছে এমন ৬ কোটি ৯০ লাখ কিশোর-কিশোরী স্কুলে যায় না। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার সর্বোচ্চ। এসব অঞ্চলে ২০১১-তে শিক্ষাজীবন শুরু করেছে এমন শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ কখনোই শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পারবে না। শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ার এ হার ছেলেদের থেকে মেয়েদের মধ্যে আরো বেশি। বিয়ে, সন্তানধারণ এবং গার্হস্থ্য কাজের কারণে স্কুলে যেতে পারছে না মেয়েরা; ঝরে যাচ্ছে সম্ভাবনাময় জীবন।

স্বাস্থ্য :

- ১৫ বছরেরও কম বয়সে কিশোরীরা জোরপূর্বক যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ায় কৈশোরেও গর্ভধারণের ঘটনা বাড়ছে।
- প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী দেড় কোটি মেয়ে সন্তান প্রসব করে। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এর জন্য দায়ী শিশুবিয়ে।
- বিশ্বজুড়ে ১০ থেকে ১৯ বছরবয়সী ২০ লাখেরও বেশী কিশোর-কিশোরী এইচআইভি/এইডস রোগে আক্রান্ত। এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার এসব ঘটনার ৭ ভাগের ১ ভাগই ঘটে কৈশোর অবস্থায়।

শিশুবিয়ে :

শিশুবিয়ে দূরীকরণে সারা বিশ্ব একমত হওয়ার পরেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক-তৃতীয়াংশ মেয়েরই ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৫ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এদের প্রতি ৯ জনে ১ জনের। যদিও এই সংখ্যা কমছে, তবু শুধু চলতি দশকেই ৫ কোটি মেয়ের ১৫তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

বেকারত্ব :

২০১৩-তে বিশ্বে ২০ কোটিরও বেশি মানুষ ছিল বেকার। এদের মধ্যে ৭ কোটি ৪৫ লাখেরই বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। পূর্ণবয়স্কদের চেয়ে কিশোর ও তরুণ বেকারের সংখ্যা ছিল তিন গুণ। বিশ্বের কোন কোন দেশে মোট বেকারের অর্ধেকেরও বেশি ছিল তরুণ। বেকারত্বের হার কমাতে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিকে ৬৭ কোটি নতুন চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে এ যুগের তরুণ সমাজ আর যে কোন সময়ের চেয়ে পরস্পরের সাথে বেশি সংযুক্ত। ২০১১-তে বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৪৫ শতাংশেরই বয়স ছিলো ২৫ এর কম। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে এই বয়সসীমার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ।

কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তনের একটি ক্ষুদ্র দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫২.২৫ মিলিয়ন (তথ্যঃ বিপিএন্ডএইচসি-২০১১)। এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার যার মধ্যে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৭ হাজার পুরুষ এবং ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৭ হাজার নারী। এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তরুণ-তরুণীদের (বয়সঃ ১৫-২৪ বছর) সংখ্যা মাত্র ২৯% যার মধ্যে তরুণদের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪ হাজার এবং তরুণীদের সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৫ হাজার। এই তরুণ- তরুণীদের মধ্যে ৪০% কোন শিক্ষাই গ্রহন করেনি এবং ০.১০% কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে (তথ্যঃ বিবিএস-২০১২)।

বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী : সম্পদ ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩১%ই হলো কিশোর-কিশোরী ও তরুন-তরুণী। এই তরুণ-তরুণীদের একটি বড় অংশ দ্রুত প্রজননক্ষম বয়সে প্রবেশ করছে যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল জনমিতিক সম্ভাবনা (Demographic Window of Opportunity) সৃষ্টি করেছে। যদি এই সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য সঠিক উন্নয়ন কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় এবং তাদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবেই এই জনমিতিক সুযোগ বা বোনাসকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক ও কাঠামোগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারব, যেমনটি হয়েছে এশিয়ান টাইগার খ্যাত হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে। এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতন করতে হবে। তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই খাতে যথাযথ বিনিয়োগের এখনই সময়।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার :

শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ গ্রহণ উপলক্ষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫ তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন :

১. ২০১৫ সালের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে গর্ভধারণের হার হ্রাসের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিয়ের ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করা হবে।
২. এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মানোন্নীত করে সেখানে কৈশোরবান্ধব প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৩. পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০১৫ সালের মধ্যে ১৭.৬০% থেকে কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং সর্বজনীন শৈশবকালীন অসুস্থতা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
৪. ২০১৫ সালের মধ্যে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক শিশুজন্ম বর্তমানের (২৪.৪০%) দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আরও তিন হাজার মিডওয়াইফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৫. ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ, ৫৯টি জেলা হাসপাতালের মানোন্নয়ন এবং ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত সেবাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাফল্য :

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে।

- শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ পেয়েছে।
- মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০১ সালে ছিল ৩.২০ জন, যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ১.৯৪ হয়েছে (তথ্যঃ BMMS-2010)।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ এর ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭%-এ হ্রাস পেয়েছে (আদমশুমারী চূড়ান্ত প্রতিবেদন-২০১১);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫-এর ৭.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬১.২%-এ উন্নীত হয়েছে (BDHS -2011);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ড্রপ আউটের হার ২০০৪ সালের ৪৯% থেকে ২০১১ সালে ৩৫.৭%-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2011);
- মোট প্রজনন হার অথবা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭১ সালের ৬.৩ থেকে ২০১০ সালে ২.৩-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2011);
- এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১৯৭৫ সালের ১৫০ থেকে ২০১১ সালে ৪৩-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2011);
- অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৭.৬০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১৩.৫- এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS -2011);
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৯১ সালের ৫৬.১ থেকে ২০১১ সালে ৬৬.৯-এ বৃদ্ধি পেয়েছে (BBS -2012)।

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অনেক সাফল্য এসেছে। তবে ২০১৫ সাল নাগাদ এমডিজি-র লক্ষ্যমাত্রা, ২০১৬ সাল নাগাদ এইচপিএনএসডিপি (HPNSDP)-র লক্ষ্যমাত্রা এবং ভিশন-২০২১ পূরণের লক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে

- শিশুবিয়ে এখনো একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইন প্রচলিত থাকলেও ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই এবং এর এক-তৃতীয়াংশ ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই মা বা গর্ভবতী হয়ে যান;
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা এখনও (Unmet Need) ১৩.৫ শতাংশ (BDHS -2011);
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউটের (Drop out) হার এখনো ৩৫.৭ শতাংশ (BDHS -2011);
- পরিকল্পিত পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় ১:৯।

এইচপিএনএসডিপি ও এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৪,৭৫১ (চৌদ্দ হাজার সাতশত একান্ন) জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে চিকিৎসক কর্মকর্তার ৫৩৫টি এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩৬৭০টি পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বর্তমানে ২২,১২৯ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৪৬৯৩ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২৩৯৮ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।
- পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর দুটি পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালন করা হয়। সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে পদ্ধতিগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা। ২০১৪ সালের ৭-১২ জুন অনুষ্ঠিত সেবা সপ্তাহে মোট ১০,৬৯২ জন স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৪,০৯২ জন এবং নারী ৬,৬০০ জন। একই সাথে ব্যাপক সেবাদান ও প্রচার স্থানীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।
- পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারী বৃদ্ধি, ড্রপ আউট এবং মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, অপূর্ণ চাহিদা পূরণ, মোট প্রজনন হার (TFR) হ্রাসে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (National Communication Strategy for FP-RH)
- কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Adolescent Reproductive Health Strategy প্রণীত হয়েছে এবং সকল সেবা কেন্দ্রকে পর্যায়ক্রমে কৈশোরবান্ধব করার জন্য National Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইএম) ইউনিট থেকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, শিশুবিয়ে রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতির সময় বৃদ্ধি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, দক্ষ দাই দ্বারা সন্তান প্রসব করানো, গর্ভবতী সেবা প্রাপ্তির ৩টি বিলম্ব ও ৫টি প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও একসন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টিভিসি, আরডিসি, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে পল্লীগান (পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক), বিলবোর্ড ও ট্রাইভিশন স্থাপন করে ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর পপুলেশন সেল থেকে এ বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর :

- ইতোমধ্যে সকল জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে Internet ও Fax সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে ফোন ও কম্পিউটার সরবরাহ এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় পণ্যাগার ও ২১টি আঞ্চলিক পণ্যাগারকে ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা উপকরণাদির সরবরাহ প্রক্রিয়া WIMS ও UIMS-এর মাধ্যমে অটোমেশন সম্পন্ন করা হয়েছে, যা Supply Chain Web Portal-এর মাধ্যমে Website-এ সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় ভাবে পণ্যাগারের কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইটটিকে (www.dgfpbd.org) হালনাগাদ করে সরকারি বিন Portal-এর সাথে re-align করা হয়েছে।
- ভিশন-২০২১-এর সাথে সঙ্গতি রেখে অধিদপ্তরের ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম, বিতরণ এবং মজুদ অবস্থান নতুন সফটওয়্যারের আওতায় আনা হয়েছে।
- মাঠকর্মীদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্স কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করার জন্য অধিদপ্তরে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি মাঠকর্মীর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- USAID-এর আর্থিক সহায়তায় সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় ৩০০ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্য সহকারীদের মাঝে নোট প্যাড (৩০০টি) বিতরণ করা হয়, যা তাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- USAID-এর আর্থিক সহায়তায় এবং BKMI (Bangladesh Knowledge Management Initiative) এর কারিগরি সহায়তায় আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর আইইএম ইউনিট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকাশনাগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক এবং ছাত্রসহ আগ্রহী সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকাশনাগুলোর সমন্বয়ে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান।
- প্রথমবারের মত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্যকে তরুণ সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকে প্রচারণার আয়োজন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যার বৈচিত্র ও গতিপ্রকৃতি যেমন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী, এদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতা এবং এ বিষয়ে প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে যথাযথ বিনিয়োগের উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ বিষয়গুলোকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ঘোষিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ড. মোঃ নাসির উদ্দিন, যুগ্ম সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত) ও
পরিচালক ,আইইএম (সংযুক্ত), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

UNFPA

Argentina Matavel Piccin
UNFPA Representative
Bangladesh

Message

The theme of World Population Day 2014, "Investing in Young People", is especially relevant to Bangladesh. Young people today make up one third of the country's population and investing in their education, health and social well-being will be crucial if Bangladesh is to become a People-Centered Middle Income Country by 2021. Greater investment in adolescent girls by families, communities and the government – in time, money and effort – will reap significant and measurable socio-economic benefits in the future. Educated and healthy girls will stay in school longer, marry later, delay childbearing, have healthier children, develop better life skills, and earn higher incomes – achievements that are essential for broad-based social development. Increased investment in girls is not only necessary for the purpose of building a more just and equitable society, but also makes good economic policy. The gains to be achieved in reduced rates of teenage childbearing, lower infant and maternal mortality, higher educational achievement, and ultimately greater productivity, far outweigh the initial financial and economic costs.

Comprehensive sexuality education for young people is, along with General Education and Health, a critical form of investment that can be guaranteed to produce substantial returns.

Argentina Matavel Piccin

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ আষাঢ় ১৪২১
১১ জুলাই ২০১৪

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে ১১ জুলাই ২০১৪ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Investing in Young People' অর্থাৎ "তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার মোট ৩৩ শতাংশই কিশোর ও যুব শ্রেণী। মোট জনসংখ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ আগামী বছরগুলোতে দেশের মোট প্রজনন হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে প্রভাবিত করবে। ভবিষ্যতের এই তরুণ সম্প্রদায়কে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা তরুণ সম্প্রদায়ের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের পরিচর্যা নিশ্চিত করতে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। প্রতিমাসে ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের প্রতিটি স্তরে কিশোর ও যুব শ্রেণীর জন্য সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা রয়েছে।

দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও প্রজনন সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য সরকারের পাশাপাশি আমি দেশের সকল বেসরকারি সংগঠন, গণমাধ্যম, সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে - 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন'। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত যুগোপযোগী।

আজকের তরুণরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ও দেশের চালিকাশক্তি। জাতীয় উন্নয়নে এদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হলে মানসম্মত শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের যে সেবাকেন্দ্র রয়েছে সেগুলোতে সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। মোট প্রজনন হার কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য রয়েছে। কিন্তু কিশোরী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রজনন হার সে হারে কমছে না। ক্রমবর্ধমান কিশোরী মায়েরাই প্রজননহার হ্রাসে প্রধান বাধা। এই বাধা অতিক্রম করতে হলে বাল্যবিবাহ আরো দ্রুত হ্রাস করতে হবে। বাল্যবিবাহের সাথে মাতৃমৃত্যুর বিষয়টিও জড়িত। তাই মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, এ খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আমি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠকর্মীসহ কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে সারা দেশে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

(জাহিদ মালেক, এমপি)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত পরিবার নিশ্চিত করতে হলে তারুণ্যের সঠিক প্রতিপালন করতে হবে। কেননা তারা মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Investing in Young People', বাংলায় যার অর্থ করা হয়েছে 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন'। প্রতিপাদ্যটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক।

ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই কৈশোরকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরে শিশুসুলভ আচরণ, বুদ্ধিমত্তা এবং অনুভূতিগুলো পরিবর্তন হতে শুরু করে। এ বয়সে তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা নিশ্চিত করাও জরুরি।

আমাদের দেশে অনেক মেয়েরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। যাদের সন্তান গ্রহণের জন্য শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কোনটাই থাকে না। আর এ অল্প বয়সে গর্ভধারণ মা ও শিশু উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি আরো বেগবান করতে হবে। সেই সাথে তরুণ এই প্রজন্মের বাড়ন্ত বয়সে সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে, যেন সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে। ছেলে-মেয়েদের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি না করে সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪-এ গৃহীত সকল কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৭ আষাঢ় ১৪২১
১১ জুলাই ২০১৪

বাণী

আজ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এবারও প্রতি বছরের মতো সারা দেশে গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে দেশজুড়ে নেয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Investing in Young People', বাংলায় যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন'।

তরুণ সমাজ আমাদের ভবিষ্যৎ চালিকা শক্তি। এদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার উপর নির্ভর করছে দেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৈশোরের শিক্ষা, জ্ঞান ও অভ্যাস তার পরবর্তী জীবনে অনেকটা প্রভাব ফেলে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শুধু পরিবার নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্মসূচি ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষা ও সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম জানতে পারবে এবং অন্যকে জানাতে পারবে অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে, যা পরবর্তীতে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসেও সহায়ক হবে।

বর্তমান সরকার আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত অন্যান্য সকল সেবাকেন্দ্র থেকে তরুণ প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান ও এ বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ দীন মোঃ নুরুল হক

USAID FROM THE AMERICAN PEOPL

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার HPNSDP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

SMC

UNFPA
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল